বিষয়বস্তুঃ শবে কদর ও ই’তেকাফ

রমাযান মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(১৫ শা’বান ১৪৪৪ হিজরী, ৭ এপ্রিল ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু’মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৯০

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فَيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ .

সম্মানিত দ্বীনী ভাই সকল ! আজ রমাযান মাসের ১৫ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। মনে রাখা দরকার, মিশকাত শরীফের ১৯০৬ নম্বর হাদীসে হযরত সালমান ফারসী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে যে, পবিত্র রমাযান মাসের ফযীলত সম্পর্কে নবীজি সল্লাল্লাহু আলালাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণের মধ্যে তিনি বলেছিলেনঃ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَأٰخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ “এটি এমন একটি মাস যার প্রথম অংশ রহমত, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরত, আর তৃতীয় অংশ জাহান্নাম থেকে নাজাত।”

এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র রমাযান মাসটিকে ৩টি পর্বে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্ব রহমত

(দয়া), দ্বিতীয় পর্ব মাগফিরাত (ক্ষমা), আর তৃতীয় পর্ব হল, নাজাত অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে মুক্তি। আল হামদুলিল্লাহ আমরা প্রথম পর্ব রহমতের অংশ শেষ করে দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ মাগফিরাতের পর্ব অতিক্রম করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই পর্বে বেশি বেশি মাগফিরাত কামনা করার তাওফীক দান করুন।

সুধী বন্ধুগণ ! আল্লাহ তায়ালা চাইলে আমরা আর ৫ দিনপর রমাযানের তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে নাজাতের পর্বে প্রবেশ করব, ইনশাআল্লাহ। তাই আজ আমরা তৃতীয় পর্বকে সামনে রেখে দু'টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবঃ (১) শবে কদর (২) ই'তেকাফ।

প্রথম বিষয়ঃ শবে কদর।

যেহেতু আর ৫ দিনপর একুশের রাত থেকে কদরের রাত আরম্ভ হতে চলেছে, তাই আজ আমরা প্রথমে কদর সম্পর্কে জানব। শবে কদর সম্পর্কে আমরা ৩ টি জিনিস জানব। (১) লাইলাতুল কদর মানে কী ? (২) লাইলাতুল কদরের ফযীলত, (৩) কদরের রাত কোন তারিখে ?

লাইলাতুল কদর মানে কী ?

মনে রাখবেন, আরবী ভাষায় 'লাইলাতুন' মানে রজনী। ফারসী ভাষায় যাকে বলা হয় 'শব'। অতএব লাইলাতুল কদর কিংবা শবে কদর দু'টি একই বস্তু। তবে কদরের অর্থটা সঠিক কী ? এ বিষয়ে তাফসীরের কিতাবগুলিতে ৩ টি অর্থ লেখা আছে।

(১) কদর মানে তাকদীর বা ভাগ্য। তাফসীরে কুরতুবীতে সূরা কদরের ব্যাখ্যায় মুফাসসির সম্রাট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস

(রযি) থেকে বর্ণিত আছে যে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা এ রজনীতে বান্দারের জন্য পূর্ব লিখিত পূর্ণ এক বছরের যাবতীয় বিষয়ের ভাগ্যলিপি চারজন দায়িত্বশীল ফেরেশতা জিবরাঈল, ইসরাফীল, মিকাঈল ও আযরাঈলের হাতে তুলে দেন, তাই সেজন্য এ রজনীকে বলা হয় লাইলাতুল কদর অর্থাৎ ভাগ্য রজনী।

(২) কদর মানে কবূল ও গ্রহণ। কথায় বলেঃ সে আমার কথার কোন কদর করল না। অর্থাৎ কবূল করল না, গ্রাহ্য করল না। যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ রজনীতে বান্দাদের সমস্ত আমল কবূল করেন। সেজন্য এ রজনীকে লাইলাতুল কদর অর্থাৎ কবূলিয়াতের রজনী বলা হয়।

(৩) কদর মানে সম্মান ও মর্যাদা। যেহেতু আল্লাহর নিকটে এ রাতটি অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ রাত, তাই বলা হয় লাইলাতুল কদর অর্থাৎ সম্মানিত রজনী। এ হল, লাইলাতুল কদরের ৩ টি অর্থ।

লাইলাতুল কদরের ফযীলত।

মুহতারম ভাই সকল ! এবার আমরা শবে কদরের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করব। মনে রাখা দরকার, এ রজনীর ফযীলত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত আছে। তবে এখানে আমি কয়েকটি ফযীলত বর্ণনা করব। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআন করীমের মধ্যে সূরা কদর নামে একটি স্বতন্ত্র সূরা নাযিল করেছেন। যার মধ্যে তিনি শবে কদর সম্পর্কে ৩টি ফযীলত বর্ণনা করেছেন। আমরা প্রথমে সেই ৩টি ফযীলত লক্ষ্য করি।

প্রথম ফযীলত হল, এ রজনীতে আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেছেন। অর্থাৎ যে কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ছিল, সেই কুরআনকে সেখান থেকে একত্রিতভাবে প্রথমে কদরের রাতে পৃথিবীর প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে প্রয়োজন মতো অল্প অল্প করে দুনিয়াতে নবীজির উপর অবতীর্ণ করেছেন। এ সম্পর্কে আমরা সূরা কদরের প্রথম আয়াতটি লক্ষ্য করি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"নিশ্চয় আমি এ কুরআনকে কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, লাইলাতুল কদর হল, গ্রন্থমুকুট আল-কুরআন নাযিলের রজনী। যার কারণে এ রাতের ফযীলত অপরিসীম।

দ্বিতীয় ফযীলত হল, কদরের রাতের ইবাদতের ফযীলত এক হাজার মাসের নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَمَا أَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

"হে নবী ! তুমি কি জান, কদরের রাতের ফযীলত কী ? কদরের রাত হল, এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। অর্থাৎ কদরের রাতে একটি নফল ইবাদতের সাওয়াব অন্য সময়ের এক হাজার মাসের নফল ইবাদতের চেয়েও সাওয়াব বেশি। আর জেনে রাখা দরকার, এক হাজার মাসের অর্থ হল ৮৩ বছর ৪ মাস। সুবহানাল্লাহ ! মহান রব্বুল আলামীন বান্দাদের জন্য একরাতে ৮৩ বছর ৪ মাসের

ইবাদতের সাওয়াব লিখে দিবেন। অথচ এই উম্মতের গড় বয়স হল, ৬০ থেকে ৭০ বছর।

এখানে একটি কথা মনে রাখা উচিৎ, কেউ হয়ত ভাবতে পারেন যে, একবার কদরের রাতে ইবাদত করে নিলে ৮৩ বছর আর কোন নফল ইবাদত করতে লাগবে না। মনে রাখবেন, এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কেননা এখানে এক হাজার মাসের যে সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে, সেটি ওই ইবাদতের মূল সাওয়াব নয়, বরং তার অতিরিক্ত সাওয়াব। অতএব শুধুমাত্র কদরের রাতের নফল ইবাদত, আর ৮৩ বছর চার মাসের প্রকৃত নফল ইবাদত, যার মধ্যে কদরের নফলগুলিও আছে দু'টির মূল সাওয়াব এক হতে পারে না।

একটি উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। সুনানে তিরমিযীর ২৮৯৯ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "সূরা ইখলাস একবার পাঠ করলে গোটা কুরআনের ৩ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যায়।"

এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী যদি কেউ মনে করেন যে, সূরা ইখলাস ৩ বার পড়লে গোটা কুরআন খতমের প্রকৃত সাওয়াব পাওয়া যাবে, তাহলে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কেননা এখানে যে সাওয়াব পাওয়া যায় সেটা হল অতিরিক্ত সাওয়াব, মূল সাওয়াব নয়। এ তথ্য হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলিতে লেখা আছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন।

তৃতীয় ফযীলত হল, এ রজনীতে আল্লাহর বিশিষ্ট দায়িত্বশীল ফেরেশতারা বান্দাদের যাবতীয় বিষয়ের ভাগ্য নিয়ে অবতরণ করেন এবং শান্তির প্রার্থনা করতে থাকেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فَيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

"এ রজনীতে প্রতিটি বিষয়ের জন্য (বিশিষ্ট) ফেরেশতারা এবং রূহ অর্থাৎ জিবরাঈল ফেরেশতা আপন প্রভুর নির্দেশক্রমে অবতরণ করেন। যার কারণে এমনই শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে, যা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।" বোঝা গেল, এ রজনীতে আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দাদের জন্য যাবতীয় বিষয়ের ভাগ্য ও শান্তি বন্টন হয়।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! আমরা এ রাতের বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীস লক্ষ্য করি। সহীহ বুখারীর ১৯০১ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে বান্দা ঈমান অবস্থায় সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কদরের রাতে জেগে ইবাদত করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জীবনের যাবতীয় গোনাহ খাতাকে ক্ষমা করে দিবেন।" বলিঃ সুবহানাল্লাহ !

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখবেন, কদরের রাতে নফল ইবাদতের বিশেষ কোন আলাদা পদ্ধতি নেই। বরং অন্য দিনে যে পদ্ধতিতে আমরা একাকিভাবে নফল ইবাদত অর্থাৎ নফল

নামায ও তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার এবং কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি করে থাকি, সেই একই পদ্ধতিতে তারাবীহ নামাযের পর থেকে সাহরী শেষ হওয়া পর্যন্ত যেকোন সময়ে একা একা নফল ইবাদত আদায় করব। কুরআন, হাদীস ও ফিকহের কিতাবে কদরের নামায বলে কোন স্বতন্ত্র নামায নেই। কদরের উদ্দেশ্যে নফলের নিয়্যেত করে নামায আদায় করলে হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কদরের নামায জামাআত করে পড়া নিষেধ।

কদরের রাত কোন তারিখে ?

মুহতারম ! আমরা অনেকেই মনে করি যে, কদরের রাত শুধুমাত্র রমাযানের ২৭ তারিখের রাত। অথচ সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারীর ৪র্থ খণ্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, সাহাবা, তাবিঈন ও সালাফে সলিহীনদের থেকে প্রায় ৪৮টি উক্তি বর্ণিত আছে। আমি এখানে কয়েকটি বিশেষ উক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) বলেছেনঃ শবে কদর গোটা বছরের যে কোন রাতে হতে পারে। এটা তিনি এই জন্য বলেছিলেন, যেন কেউ নফল ইবাদতের জন্য শুধুমাত্র বছরের এই একটি মাস ধরে বসে না থাকে। কিছু মনে করবেন না, আমাদের কিছু ভাই শুধুমাত্র কদরের রাতে নফল ইবাদত করে থাকেন। সারা বছরে তাদের নফল ইবাদতের তাওফীক হয় না।

(২) অধিকাংশ বিদ্বানদের মতে শবে কদর কোন তারিখ নির্দিষ্ট না করে শুধুমাত্র রমাযান মাসেই হয়। রমাযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোন তারিখে হতে পারে।

(৩) তবে সর্বাধিক উলামায়ে কিরামদের মতানুযায়ী অধিক সম্ভাবনা হল, রমাযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলিতে। তাও আবার শেষ দশকের ৫ টি বিজোড় রাতগুলির মধ্যে ২৭তম রজনীতে শবে কদরের প্রবল সম্ভাবনা। এ সম্পর্কে আমরা পরস্পর ৩টি হাদীস লক্ষ্য করিঃ

(১) সহীহ বুখরীর ২০২০ নম্বর হাদীসে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "হে আমার উম্মত ! তোমরা রমাযানের শেষ দশকে কদর সন্ধান কর।"

(২) সহীহ বুখারীর ২০১৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "হে আমার উম্মত ! তোমরা রমাযান মাসের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলিতে কদর সন্ধান কর।"

(৩) অনুরূপভাবে সহীহ মুসলিমের ১৬৭০ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রযি) বলেছেনঃ "আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে পারিঃ লাইলাতুল কদর খাস করে রমাযান মাসের ২৭ তারিখের রজনীতে।"

যাইহোক আমরা এ সমস্ত হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে, শবে কদর শুধুমাত্র ২৭ তারিখে সন্ধান করা উচিৎ নয়,

বরং শেষ রমাযানের সমস্ত রাতগুলিতে বিশেষ করে শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলিতে সন্ধান করা উচিৎ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কদর রাতের ফযীলত হাসিল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ ই'তেকাফ।

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আমরা আগেই জেনেছি যে, রমাযানের তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ শেষ দশক হল, নাজাতের পর্ব। নাজাত মানে ঈমানদারের সর্বশেষ আকাঙ্ক্ষা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ। এ কারণেই রমাযানের শেষ দশকে আল্লাহর হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে আল্লাহর ঘর মসজিদে বসে ই'তেকাফ করেছেন। যার একটি উদ্দেশ্য ছিল, শবে কদর সন্ধান ও নাজাত প্রার্থনা। আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহর ঘরেতে বসে আত্মশুদ্ধির জন্য একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়া।

আমরা সেই ই'তেকাফ সম্পর্কে কিছু জরুরী বিষয় জানব। (১) ই'তেকাফ কাকে বলে ? (২) ই'তেকাফ কয় প্রকার ? (৩) ই'তেকাফ সম্পর্কে কিছু মাসাইল।

ই'তেকাফ কাকে বলে ?

আল্লামা জুরজানী (রহ) মু'জামুত তা'রীফাত কিতাবের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, اَلْاِعْتِكَافُ تَفْرِيْغُ الْقَلْبِ عَنْ شُغْلِ الدُّنْيَا وَتَسْلِيْمُ النَّفْسِ

اِلَى الْمَوْلٰى "ই'তেকাফ বলা হয়, দুনিয়ার যাবতীয় কর্ম থেকে অন্তরকে মুক্ত করা এবং নিজের নফ্সকে মাওলার কাছে হাওয়ালা করা" এক কথায় যাবতীয় দুনয়াবী সম্পর্ক ছিন্ন করে এক আল্লাহর ধ্যানে মন নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘর মসজিদে অবস্থান করা।

ই'তেকাফ কয় প্রকার ?

মারাকিল ফালাহ কিতাবের ৩৮২ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে, ই'তেকাফ ৩ প্রকার। ওয়াজিব ই'তেকাফ, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ কিফায়াহ ই'তেকাফ এবং নফল ই'তেকাফ।

ওয়াজিব ই'তেকাফঃ

ওয়াজিব ই'তেকাফ বলা হয়, মান্নতের ই'তেকাফকে। যেমন কেউ বললঃ যদি আমার অমুক কাজ হয়ে যায়, তাহলে আমি ৩ দিন ই'তেকাফ করব। যদি ওই ব্যক্তি সে কাজে সফল হয়, তাহলে তার উপর ৩ দিন ই'তেকাফ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। মান্নতের ই'তেকাফ ২৪ ঘন্টার কমে হয় না এবং এর জন্য রোযা রাখা শর্ত।

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ কিফায়াহ ই'তেকাফঃ

আর সুন্নাতে মুআক্কাদাহ কিফায়াহ ই'তেকাফ শুধুমাত্র রমাযান মাসের আখিরী আশারাহ অর্থাৎ শেষ দশ দিনে পালন করা হয়। দশ দিনের কমে এ ই'তেকাফ আদায় হয় না। অতএব ২০ রোযার ইফতারের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে এবং ঈদের চাঁদ দেখা গেলে শেষ করবে। এটাই সুন্নাত। সুতারাং দশ দিনের কম হলে নফল ই'তেকাফ বলে গণ্য হবে।

জেনে রাখা দরকার, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ মানে যেটা পালন না করলে অভিশাপ ও পাপের যোগ্য হবে। আর কিফায়াহ মানে হল, কমপক্ষে একজন আদায় করে দিলে যথেষ্ট হয়ে যাবে। অতএব সারকথা হল, মহল্লাবাসীর কোন একজনও যদি এ ই'তেকাফ আদায় না করে, তাহলে সকল মহল্লাবাসী গোনাহগার হবে। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর অধিকাংশ সাহাবীগণ এ ই'তেকাফ প্রতি বছর রমাযানের শেষ দশ দিন পালন করেছেন। আর তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ কখনও দশ দিনের কম এ ই'তেকাফ করেন নি। তাই আমরাও পূর্ণ দশ দিন করেই পালন করব, ইনশাআল্লাহ।

নফল ই'তেকাফঃ

নফল ই'তেকাফ হল, যেটা মান্নতের ই'তেকাফও নয় এবং রমাযান মাসের শেষ দশকের ই'তেকাফও নয়। বরং বছরের যে কোন সময়, ২৪ ঘন্টার যে কোন মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ই'তেকাফের নিয়্যাত করে মসজিদে প্রবেশ করলে হবে। মনে রাখবেন, নফল ই'তেকাফের কোন সময় নির্ধারিত নেই। এক মিনিট-দু'মিনিট, এক ঘন্টা-দু'ঘন্টা, একদিন-দু'দিন যে কয়দিনের ইচ্ছা করতে পারে। ই'তেকাফের নিয়্যাত করে মসজিদে প্রবেশ করলে শুরু, আর বের হলেই শেষ।

এ জন্য উলামায়ে কিরামগণ বলেছেনঃ প্রতি ওয়াক্তে যখনই মসজিদে নামাযের জন্য প্রবেশ করবে, তখনই নফল ই'তেকাফের নিয়্যাত করে নিবে। নামাযও আদায় হল এবং ই'তেকাফের

সাওয়াবও মিলে গেল। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

ই'তেকাফ সম্পর্কে কিছু জরুরী মাসাইল।

সুধী বন্ধুগণ ! পরিশেষে ই'তেকাফ সম্পর্কে কিছু জরুরী মাসাইল শুনে আমরা আজকের বয়ান শেষ করব।

(১) পুরুষদের জন্য মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তেকাফ শুদ্ধ হবে না। চাই জুমুআ মসজিদ হোক, অথবা ওয়াক্তিয়া মসজিদ। যদি ওয়াক্তিয়া মসজিদ হয়, তাহলে জুমুআর নামাযের জন্য জামে মসজিদে যেতে পারে। তবে বেশিক্ষণ আগে বের হবে না। এমন সময় যাবে যাতে খুতবার পূর্বে দু'রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং চার রাকাআত সুন্নাত পড়তে পারে। নাময পড়ে দ্রুত চলে আসবে। (মাহমূদিয়া ১০/২২১)

আর মহিলারা ই'তেকাফের জন্য ঘরের কোণায় একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে নিবে। সেখান থেকে প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া বের হবে না।

(২) ই'তেকাফ অবস্থায় শুধুমাত্র প্রাকৃতিক প্রয়োজন অর্থাৎ পেশাব-পায়খানা, উযু ও ফরয গোসল ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবে না। নতুবা ই'তেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি কেউ শরীর ঠান্ডা করার জন্য গোসল করতে চায়, তাহলে পেশাব-পায়খানা করতে গিয়ে উযু করার সময় দু'চার লোটা পানি গায়ে ঢেলে নিয়ে তাড়াতাড়ি মসজিদে প্রবেশ করলে কোন অসুবিধা হবে না। (কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪১৮)

(৩) ই'তেকাফ অবস্থায় নফল ইবাদত, যিকির-আযকার এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকবে। সাথে সাথে দ্বীনী তা'লীম ও দ্বীনী কথাবার্তায় লিপ্ত থাকবে। তবে প্রয়োজনীয় দুনিয়াবী কথাবার্তা বলায়ও কোন অসুবিধা নেই। আর অপ্রয়োজনিয় দুনিয়াবী কথাবার্তা বললে ই'তেকাফ মাকরূহ হয়ে যাবে।

(৪) চুক্তি করে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ই'তেকাফ করলে ই'তেকাফ আদায় হবে না। (মাহমূদিয়া ১৫/৩৩৬, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪১২)

ই'তেকাফ সম্পর্কে অনেক কিছু জানার আছে। আমরা উলামায়ে কিরামদের নিকট থেকে জেনে নিব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে নবীর সুন্নাত তরীকায় সঠিকরূপে শবে কদর ও ই'তেকাফ পালন করার তাওফীক দান করুন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ,
হাফিয আবূযার সাল্লামাহু ও মাস্টার আশিক ইকবাল